আজকের কাগজ

তারিখ … 17 JAN 1996 …
পৃষ্ঠা … কলাম …

বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ও ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে

ছাত্র শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ স্টুডেন্ট, যার অর্থ করলে পাওয়া যায়- Study (অধ্যায়ন করা), Tendency (যোগ প্রবণতা), Unity (একতা), Discipline (শৃংখলাবোধ), Energy (শক্তি), Neat and clean (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) এবং (Truthfulness (সত্যবাদিতা)। তাই উপরোক্ত অর্থবোধক বিশেষণগুলো যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, সেই ছাত্র বলে বিবেচিত হয়। আর এদের নিয়ে যে সমাজ গঠিত, তা ছাত্রসমাজ নামে পরিচিত। আবার ছাত্রসমাজ যেহেতু সর্বদা সচেতন তাই তাদেরকে রাজনীতিতেও কমবেশি জড়িয়ে পড়তে হয়। এমনকি ছাত্র সমাজের এটা নৈতিক দায়িত্ব বললেও বেশি বলা হবে না। আর সে জন্যে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই ছাত্ররা এমনিভাবে তাদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্যে মুক্ত রাজনীতি চর্চা করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রকারের স্বৈরাচারমূলক কার্যকলাপের হাত থেকে স্ব স্ব দেশ ও জনগণকে রক্ষা করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমন ঘটনা আমাদের দেশে যে ঘটেনি তা নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে আমরা আমাদের দেশের ছাত্র সমাজের ভূমিকা লক্ষ্য করলেই সব কিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবো। ঐ সময়ের প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সে সময় ছাত্ররা জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতো এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস মুক্ত রাজনীতি চর্চা করতো।

অথচ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের ছাত্র সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গিয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজ জাতীয় স্বার্থের পরিবর্তে ছাত্ররা গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখছে। আর এ জন্যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনীতি চর্চার নামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চলছে। এ নিয়ে অভিভাবক মহল শংকিত এবং চিন্তিত। কেনোনা ছাত্রদের মাথা আগেই খারাপ করে দিয়েছে কতিপয় রাজনৈতিক দল। তারা ছাত্রদের হাতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তুলে দিয়ে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে রাজনৈতিক ফায়দা লুফে নেয়ার জন্যে। আর ছাত্র সমাজ অর্থ এবং ক্ষমতার লোভে সব কিছু ভুলে গিয়ে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক কাজ করেই চলছে।

আর এর ফলে ছাত্র সমাজ তাদের মর্যাদা পাচ্ছে না, কাজে লাগাতে পারছে না তাদের মেধা ও সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে। এমনকি মেধাবী ছাত্র সমাজ হতাশায় জর্জরিত হয়ে গাঁজা-আফিম-হেরোইন কিংবা চাঁদাবাজি, অপহরণ প্রভৃতি সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। আর এর মাধ্যমে তারা যে শুধু নিজেদেরই ক্ষতি করছে না, তারা গোটা সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতি করছে।

সে জন্যে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশের ছাত্রসমাজের এমন অবস্থা হলো কেনো? আবার এর জন্যে দায়ী-ই বা কারা? ইত্যাদি। যদিও এ প্রশ্নগুলোর উত্তর বের করা খুব একটি কঠিন হবে না। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রায় সবাই এর কমবেশি উত্তর দিতে পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের ছাত্র সমাজের বিশেষ করে যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাদের মাথায় এই সহজ বিষয়টাও আজ পর্যন্ত ঢোকেনি, যা অনেক আগে তাদের ভাবা উচিত ছিলো।

তবে আমাদের দেশের ছাত্র সমাজ যদি আজোও চেষ্টা করে, তাহলে তারা তাদের হারানো গৌরব পুনঃউদ্ধার করতে পারে। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মুক্ত রাজনীতি চর্চার মাধ্যমে সুষ্ঠ শিক্ষার পরিবেশ আনয়নসহ দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে সহযোগিতা করতে পারে। শুধু তাই নয়, তারা ইচ্ছা করলে দেশ পরিচালনার হাল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে গোটা দেশকে সুশৃঙ্খলভাবে চালাতে সাহায্য করতে পারে। আর এর মাধ্যমে যে দেশে শৃঙখলা ফিরে আসবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্র সমাজের এ শুভ বুদ্ধি কবে হবে, তা মহান সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারেন।

বিলাস কর্মকার
রাজশাহী।